https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

জুভেনাইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস

বিবরণ 2016

জুভেনাইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস কী?

ইহা কী ধরনের রোগ?

জুভেনাইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস বিরল রোগ যেটা মাংসপেশী এবং চামড়াকে আক্রান্ত করে। ১৬ বছর বয়সের আগে শুরু হলে এটিকে জুভেনাইল বলা হয়।

ধারনা করা হয় জুভেনাইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস অটোইমিউন রোগের পর্যায়ে পড়ে। সাধারনত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সংক্রমন প্রতিরোধে আমাদের সাহায্য করে। অটোইমিউন রোগের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল হয় সাধারন কোষের উপর। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার এই ক্রিয়াশীলতা প্রদাহ সৃষ্টি করে যার ফলে কোষ ফুলে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

জেডিএম এর ক্ষেত্রে চামড়া এবং মাংসপেশীর ক্ষুদ্র রক্তনালী গুলো আক্রান্ত হয়। এর ফলে মাংশপেশী দুর্বল হয়ে যায় এবং ব্যাথার সৃষ্টি হয় বিশেষ করে শরীর, কোমড়. ঘাড় ও গলার মাংশ পেশীতে এটা হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ রোগীর চামড়ায় র‍্যাশ থাকে। এই র‍্যাশগুলো থাকে শরীরের বিভিন্ন অংশে, মুখমন্ডল, চোখের পাতা, আঙুলের গিরা, হাটু এবং কনুইতে। চামড়ার র‍্যাশ এবং মাংসপেশীর দুর্বলতা একই সাথে নাও থাকতে পারে। র‍্যাশগুলো পরে বা আগে হতে পারে। বিরল কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য অঙ্গের ক্ষুদ্র রক্তনালীগুলো আক্রান্ত হতে পারে।

শিশু কিশোর এবং প্রাপ্তবয়স্ক সবারই ডার্মাটোমায়োসাইটিস হতে পারে। বয়স্ক এবং জুভেনাইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস এর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ৩০% বয়স্ক ডার্মাটোমায়োসাইটিস ক্যান্সারের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু জেডিএমের সাথে ক্যান্সারের কোন সম্পর্ক নেই।

ইহা কেমন প্রচলিত।

জেডিএম বাচ্চাদের একটি বিরল রোগ। প্রতি ১০ লক্ষে প্রায় ৪ জনে বাচ্চার প্রতি বছর এটা হতে পারে। ছেলেদের চাইতে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা বেশী হয়। এটা শুরু হয় ৪ থেকে ১০ বছরের মধ্যে, তবে যে কোন বয়সের বাচ্চার জেডিএম হতে পারে। বিশ্বের সব জায়গায় এবং সব জাতিগোষ্ঠীর বাচ্চাদের জেডিএম হতে পারে।

এই রোগের কারনগুলো কী এবং এটা কি বংশগত? আমার বাচ্চার এই রোগটা কেন হয়েছে এবং এটা কি প্রতিরোধ করা যায়?

ডার্মাটোমায়োসাইটিস এর প্রতিকার জানা যায়নি। জেডিএম এর কারন খুজতে আন্তর্জাতিকভাবে অনেক গবেষণা

হচ্ছ।ে
জডেএিম কে অটে াইমউিন র োগ বলা হচ্ছে এবং এটা অনকে কারনে হয় ।এর মধ্যে বংশগত এবং পরবিশেরে প্রভাবক যমেন অতবিগেুনী রশ্ম িএবং সংক্রমন উল্লখেযে োগ্য। গবষেণায় দখো গছে েকছিু জীবানু (ব্যাকটরেয়িা এবং ভাইরাস) ইমউিন সস্টিমেকে অস্বাভাবকিভাবে প্রভাবতি কর।ে বাচ্চার জডেএিম হয়ছে েএরূপ কছিু পরবিার অন্যান্য অটে া ইমউিন র োগে ভে াগ,ে যমেন-ডায়াবটেসি অথবা গটেবোত। যাহে াক পরবিাররে দ্বতিীয় সদস্যরে জডেএিম হওয়ার ঝুঁকি বশেী নয়।
বর্তমানে জডেএিমকে প্রতরিে াধরে কে ান উপায় নইে। তার চয়েওে গুরুত্বপূর্ণ হলে া আপন িআপনার শশিুকে জডেএিম হওয়া থকেে রক্ষা করতে পারনে না।

এটা কি সিংক্রামক?
জডেএিম সংক্রামকও নয়, ছোঁয়াচওে নয়।

কে ানগুলে া প্রধান লক্ষন
জডেএিম আক্রান্ত সবার বভিন্নি লক্ষণ থাক।ে বশেীর ভাগ শশিুর থাকে

????? (?????????)
শশিুরা প্রায়ই ক্লান্ত হয়ে যায়। তারা খুব সামান্যই ব্যায়াম করতে পারে এবং দনৈন্দনি কাজগুলে া তাদরে জন্যে কঠনি হয়ে যায়।

????????? ?????? ??? ????????
শরীররে মাংসপশেীগুলে া প্রায়ই আক্রান্ত হয়। এর পাশাপাশ িপটে,ে পঠি এবং ঘাড়ওে। প্রকৃতপক্ষে শশিুরা অধকি দূরত্বে হাঁটতে বা খলেতে চায় না। ছে াট শশিুরা বশেী সময় কে ালইে ঘুরতে চায়। যখন জডেএিম খারাপ হতে থাকে সড়িঁ বয়েে ওঠা বা বছিানা থকেে ওঠা একটা সমস্যা হয়ে দাড়ায়। কছিু শশিুর মাংসপশেী সরু ও ছে াট হয়ে যায় (বলা হয় সংকে াচন)। এর ফলে আক্রান্ত হতে বা পা পুরে াপুর িস োজা হয় না, কনুই ও হাঁটু বাকানে া থকেে যায়। এর ফলে হাত বা পায়রে নড়াচড়া প্রভাবতি হয়।

???? ?????? ??? ???? ???? ???? ? ???? ????
জডেএিম এ বড় এবং ছে াট উভয় গড়িাতইে প্রদাহ হতে পার।ে এই প্রদাহরে কারনে গড়িা ফুলে যায়, ব্যাথা হয় এবং গড়িার নড়াচড়া কঠনি হয়ে যায়। চকিৎিসায় এই প্রদাহ ভাল হয় এবং গড়িা নষ্ট হয় না।

?????? ?????
জডেএিমরে র্যাশগুলে া মুখমন্ডলে দখো যায় এবং চে াখরে চারপাশ ফুলে যায়। চে াখরে পাতাগুলে া বগেুনী গে ালাপী রং ধারন কর।ে (হলেওি ট্রপ র্যাশ) গাল দুটে াও লাল হয়ে যায় (মালার র্যাশ) এবং শরীররে অন্যান্য অংশ (আঙ্গুলরে গড়িা, হাঁটু, কনুই) ও যখোনে চামড়া মে াটা তাও লাল হয়ে যায় (গট্রন প্যাপুল) মাংসপশেীর ব্যাথা ও দুর্বলতার অনকে আগইে চামড়ার র্যাশ হয়। কখনে া কখনে া বাচ্চার নখে এবং চে াখরে পাতায় স্ফীত রক্তনালী ডাক্তার দখেতে পায়। কছিু জডেএিম র্যাশ র োদে ক্রয়িাশীল আবার কছিু ক্ষত সৃষ্ট িকর।ে

?????????????

চামড়ার নীচে শক্ত গোটা যেটোতে ক্যালসিয়াম থাকে তা এই রোগে পাওয়া যায়। একে ক্যালসিনোসিস বলে। কখনো এটা রোগের শুরুতেই পাওয়া যায়। গোটার উপর ক্ষত সৃষ্টি হয় যা থেকে দুধের মত তরল ক্যালসিয়াম বেড়িয়ে আসে। এটা হলে এর চিকিৎসা করা কঠিন।

???? ??????

কিছু শিশুর নাড়ীতে সমস্যা হয়। এর মধ্যে আছে পেটে ব্যাথা বা শক্ত পায়খানা। কখনো পেটের সমস্যা মারাত্œক হয় যদি নাড়ীর রক্তনালী আক্রান্ত হয়।

?????? ????????

মাংসপেশীর ক্ষেত্রে দুর্বলতার কারনে শ্বাসের সমস্যা হতে পারে। এর কারনে শিশুর কন্ঠ পরিবর্তন এমনকি খাবার গিলিতেও সমস্যা হয়। কখনো কখনো ফুসফুসের প্রদাহ হয় যার ফলে শ্বাস কষ্ট হয়।
মারাত্œক ক্ষেত্রে হাঁড়ের সঙ্গে সংযুক্ত সব মাংসপেশী আক্রান্ত হতে পারে যার ফলে শ্বাসকষ্ট খাবার গিলিতে বা কথা বলতে সমস্যা হয়। এর ফলে কন্ঠ পরিবর্তন, খেতে বা খাবার গিলিতে সমস্যা শ্বসকষ্ট এগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ।

সব শিশুর ক্ষেত্রে এই রোগটি কি একই ?
রোগটির তীব্রতা একেক শিশুর জন্যে একেকরকম। কিছু শিশুর শুধু চামড়া আক্রান্ত হয় কিন্তু কোন মাংসপেশীর দুর্বলতা থাকে না কিংবা পরীক্ষা করে মাংসপেশীর দুর্বলতা সামান্যই পাওয়া যায়। অন্য শিশুদের শরীরের বিভিন্ন অংশে যেমন চামড়া, মাংসপেশী, গিরা, ফুসফুস ও নাড়ী আক্রান্ত হয়।